দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গণে হচ্ছেটা কি?

প্রত্যয় জসীম

আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শিক্ষাঙ্গন। তারুণ্যের তুখোড় সময় লুট হয়ে যায়। সেসন জটের ঘুনপোকা কুরে কুরে খায় বহমান তারুণ্যের সুবর্ণ আশা। বেয়াড়া সন্ত্রাসী তারুণ্য বারবার ভুল পথে নেমে যায়। যাদের জন্য তারুণ্য সন্ত্রাসের পথে পা পাড়ায়, তারা কিন্তু তারুণ্যের কথা ভাবে না বরং শুল্কমুক্ত গাড়ি চড়ে ওরা নগরীর বাতাসে ছড়িয়ে দেয় বিদেশী দামি সিগারেটের বহুজাতিক নিকোটিন ধোঁয়া।

কেন এই বুলেট বৃষ্টি? টিয়ার গ্যাস? বোমা-ককটেল? ঠুসঠাস? সন্ত্রাস। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের সর্বোচ্চ অপরাধ এখানে হবে, সর্বোচ্চ মেধাবী এখানে লাশ হবে এটা তো মেনে নেয়া যায় না। প্রেমের দেবী বলে কথিত তরুণীরাও এখন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের নায়িকা। তারাও কিলাকিলি হাতাহাতিতে কম যায় না।

দৃশ্যপট এক

১৫ই আগস্ট। জাতীয় শোক দিবস। অথচ ঐ দিন ছাত্রদল মুহসীন হলে ছাত্রলীগকে শোক দিবস পালনে বাধা দেয়। এমন কি ২১শে আগস্ট রাতেও ছাত্রলীগের সাথে মুহসীন হল ছাত্রদলের সংঘর্ষ হয়। হঠাৎ হিতে বিপরীত হয়ে গেল ২২শে আগস্ট। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে মুহসীন হলের মুকুট, মঞ্জু, রিপন, কাদির, সাখাওয়াত, সতেজ- এরা ছাত্রলীগে যোগ দেয়। মুহসীন হলের ছাত্রদলের টাঙ্গাইল গ্রুপ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তারা হল ছাড়তে বাধ্য হয়। এই সুযোগে ছাত্রলীগের শামীম আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ২২শে আগস্ট খুব প্রত্যুষে ছাত্রদলের ঘাঁটি বলে পরিচিত মুহসীন হল দখল করে নেয়। এর আগেই শামীমের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ এফ রহমান হলও দখল করে নেয়।

পদত্যাগের নাটক

হল দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে শত শত রাউন্ড গুলি ফুটেছে। পুলিশ বেশকিছু ছাত্র ও ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে উপাচার্য এমাজউদ্দিনসহ প্রক্টর এবং এফ আর, জিয়া, মুহসীন, সূর্যসেন, শহীদুল্লাহ ও এফএইচ হলের প্রভোস্টগণ পদত্যাগ করেছেন। গত ৩১শে আগস্ট উপ-উপাচার্য শহীদউদ্দিনকে এক মাসের জন্য উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উপাচার্য কেন পদত্যাগ করলেন?

উপাচার্য একজন জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পদত্যাগ করে তিনি সঠিক কাজ করেছেন। তিনি চারটি হল ছাত্রলীগ মুক্ত করার জন্য ৪৮ ঘন্টা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। হল ও ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত হোক তিনি চান না। এর আগে জগন্নাথ হলে পুলিশের হামলার পর ছাত্রদের দেখতেও যাননি। তখন তিনি পদত্যাগের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। 'তার এ পদত্যাগ আমাদের আহত করেনি, আনন্দিত করেছে একজন ছাত্রনেতা উপরোক্ত মন্তব্য করে বলেছেন, উপাচার্য তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন?'

বিব্রত পুলিশ—ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী

ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ এই সময়ে ক্যাম্পাসে সবচেয়ে আলোচিত নাম। পুলিশের হাত থেকে তিনি পালিয়ে যান। এখনো পুলিশ তাকে খুঁজছে। এই ঘটনায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তাকে গ্রেফতার করা হোক এ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পুলিশ কেন তা করতে পারছে না। পুলিশকে আরো সক্রিয় হতে হবে ক্যাম্পাস সন্ত্রাস নির্মুলে।

স্বল্পসময়ে সর্বাধিক হল তল্লাশি

সাম্প্রতিক সময়ে এক সপ্তাহেই বেশ ক'বার ঢা'বি'র হলসমূহ তল্লাশি করা হয়েছে। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে পাঁচ বছরেও যা হয়নি তা গত কয়েকদিনে হয়েছে। তল্লাশি হলেও আশানুরূপ অস্ত্র উদ্ধার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীহল, রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলেও পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু কিছুই পায়নি।

ছাত্রীদের চুলাচুলি নাটক

ছাত্রী হল রেইডের দিন সকালবেলা ২৭শে আগস্ট ছাত্রদলের ছাত্রীরা হল তল্লাশির প্রতিবাদ করে এক পর্যায়ে ছাত্রদলের ছাত্রী সন্ত্রাসী কর্তৃক ছাত্রলীগ নেত্রী শামসুন্নাহার হলের সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লবী আহত হয়। ছাত্রীদের সন্ত্রাসী আচরণ অনেকেই রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেছেন।

ছাত্রী সন্ত্রাসঃ ইডেন স্টাইল

গত ২৯ ও ৩০শে আগস্ট ইডেন কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মাঝে সংঘর্ষ হয়। আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ। ইডেন কলেজে হামলার জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল পরস্পরকে দায়ী করেছে। ইডেনে হাতাহাতি ও চুলোচুলি হয়। ছাত্রদল কর্মীরা পুলিশকেও ইটপাটকেল মারে বলে জানা যায়। এতদিন ছেলেরা সন্ত্রাস করতো এখন মেয়েরাও সন্ত্রাসী হচ্ছে। এটা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস নির্মুল করা যাবে না। সন্ত্রাস বন্ধে এখনই সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় তা ফ্রাংকেনষ্টাইল হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

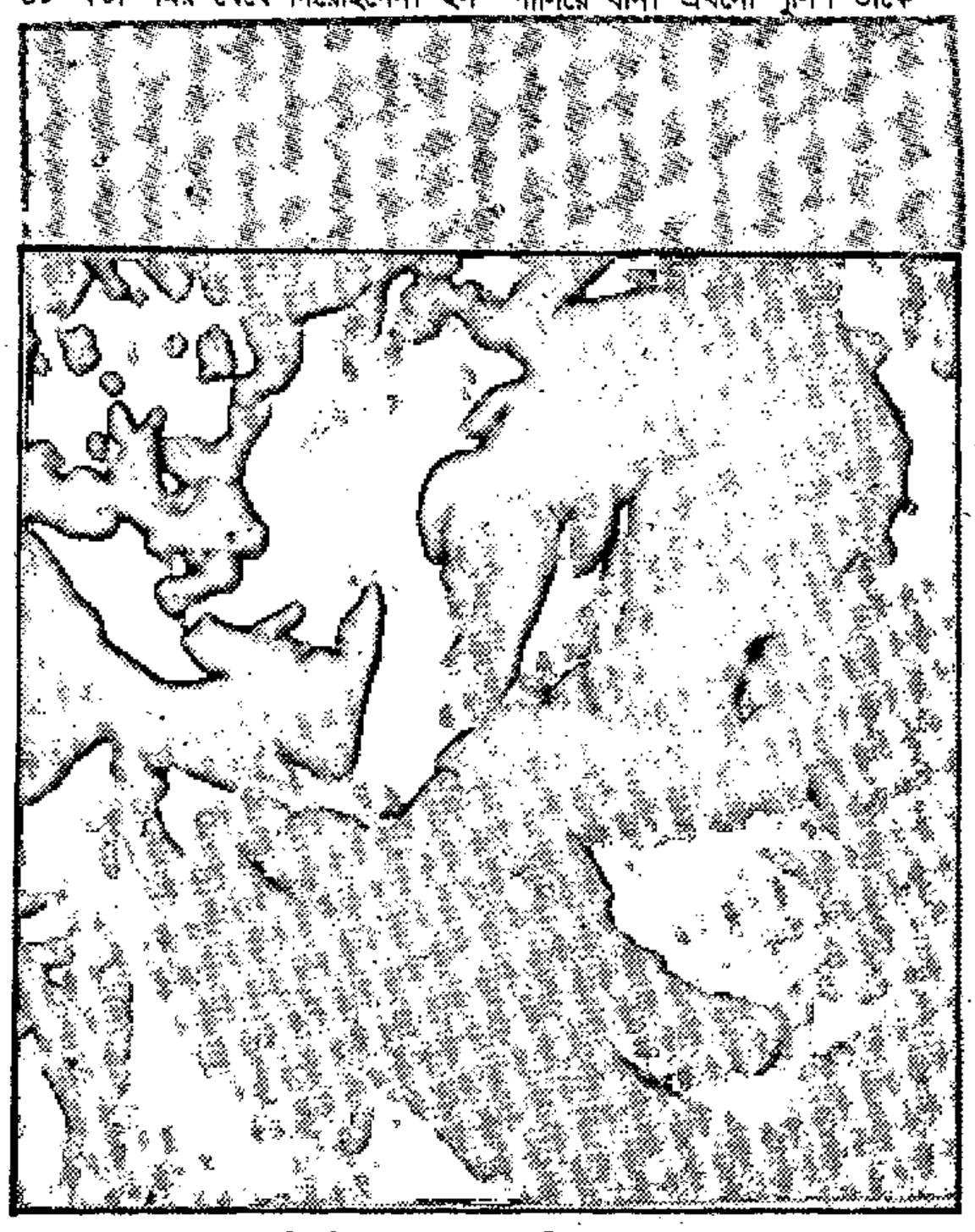

ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রীদের হাতাহাতির দৃশ্য।